আদর্শ মা গঠনে যুগান্তকারী

নাসিহা ও অজিফা

মুফতী রেজাউল করীম

প্রয়াস প্রকাশন

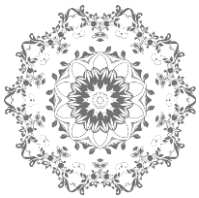

শুরুর কথা

আমাদের চিরস্থায়ী সুখ শান্তির নিবাস জান্নাত। দুনিয়ার জীবন একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনেও আমরা চাই পরিবার-পরিজনকে নিয়ে একটু শান্তিতে বাস করতে। সেই সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের চেয়ে নারীর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। কারণ, জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পরিবারের পুরুষ কর্তাকে দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় ঘরের বাহিরে। কিভাবে স্ত্রী-পরিবারের জন্য একটু উন্নত অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা যায়; এ পেরেশানিতে থাকেন সারাক্ষণ। ফলে অনেক সময় দেখা যায় সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার ফুরসত পান না তিনি। স্ত্রী-সন্তানের ছোট ছোট আবদার-আহ্লাদের কথাও তিনি ভুলে থাকেন বে-মালুম। যে কারণে প্রতিটি সংসারে প্রয়োজন এমন একজন আদর্শবান স্ত্রী, যিনি হবেন ধৈর্যের প্রাচীর। সততার পাহাড়। শত বাধা-বিপত্তিতেও তিনি টলবেন না এতটুকু। বুদ্ধিমত্তায় যিনি হবেন মা আয়েশা রা. এর মতো। স্বামীর আনুগত্যে হবেন বিবি রহিমার মতো। স্বামীর সংসারকে চির আপন মনে করে স্বযত্নে আগলে রাখবেন সারাক্ষণ। তার সাজানো বাগানটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখবেন মনের মাধুরী দিয়ে। বিচক্ষণতা ও উত্তম আখলাক দিয়ে স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ীসহ পরিবারের সকল সদস্যের মন জয় করে চলবেন। গোচরে-অগোচরে স্বামীর সব আমানত রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন। কেনোভাবেই তার খেয়ানত করবেন না। অযত্ন ও অবহেলায় নষ্ট হতে দিবেন না।

আধুনিকতা ও মিডিয়ার এ যুগে 'আদর্শবান ও স্বামীভক্ত স্ত্রী' অনেকটা প্রবাদতুল্য। লাজ-শরমের মাথা খেয়ে নিজের বুজ-বুদ্ধিকেই সঠিক ঠাওর করে চলে। মুরব্বী ও সম্মানিতদের কথার কোনো মূল্যই থাকছে না যুবক-যুবতীদের কাছে। অবজ্ঞা-অবহেলা আর অযত্নে রসাতলে যেতে চলেছে পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিষ্টাচার।

সূচিপত্র

জীবনের মাকসাদ ১১
মাদরাসায় পড়ার উদ্দেশ্য কী! ১২
একটি ভুল ধারণা.....১৩
নারীর দায়িত্বশীল ও তাদের আনুগত্ব ১৩
স্বামীর আনুগত্ব.....১৪
স্বামীর আনুগত্ব আবশ্যক ১৭
স্বামীর কৃতজ্ঞতা ১৮
স্বামীর খিদমাত ২০
স্বামীর সন্তুষ্টির কৌশল ২১
পুরুষের আত্মপ্রশান্তির জায়গা ২২
স্বামীকে হতাশ করবেন না ২৭
অন্তরে খোদাভীতি লালন করুন ২৯
স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ নিরসন.....৩১
শ্বশুরবাড়ির লোকদের সাথে ব্যবহার ৩২
- শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া ৩৩
- তুমি ননদ না ভাবী! ৩৪
- 'জা' আপনার সতীন নন, বোন.....৩৫

ঘরের কাজ ৩৬
- চরম গর্হিত একটি অভ্যাস ৩৬
- সাজ-সজ্জা.....৩৭
- মেহমানদারী.....৩৮
- পর্দার ব্যাপারে কোনো আপোষ চলবে না ৩৯

সন্তান প্রতিপালন..... ৪০
- একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৩
- সন্তানের উপর জুলুম করবেন না ৪৪
- সন্তানের সামনে সংযত হোন.....৪৪
- স্বামী-সন্তানকে আখিরাতমুখী করবেন..... ৪৫

প্রতিবেশীর হক ৪৬
- উত্তম কথা বলবেন ৪৭

জামিআর ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা ৪৮
ফরজ নামাজের পরের দুআ..... ৪৯
সকাল-সন্ধ্যার আমল.....৫৩
দৈনন্দিন জীবনের কিছু মাসনুন দুআ ৬১
মনজিল ৭২
খতমে খাজেগান.....৭৭

মাদরাসায় পড়ার উদ্দেশ্য কী!

বর্তমান সময়ে মুসলিম মেয়েদের মাদরাসায় পড়ার হার অনেক বেড়েছে; যা মুসলিম রেনেসার জন্য আশাব্যঞ্জক। তবে কিছুটা হতাশার ব্যাপার হলো, এদের অনেকেই জানে না মাদরাসায় পড়ার মূল উদ্দেশ্য কী!

মাদরাসায় পড়ার উদ্দেশ্য কেবল এটা নয় যে, আমি আলেমা হব, মাদরাসায় পড়াব। দীনের প্রচার-প্রসার করব। না, বরং মাদরাসায় পড়ার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে, আমি যেন ইসলামি শরিয়াতের বিধিবিধান সম্পর্কে সম্মক ধারণা লাভ করতে পারি; জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা বা সুন্নাহ মুতাবিক জীবন পরিচালিত করতে পারি। সমাজ ও সংসারসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। মনে করুন, আপনার কোনো সাথী হাদিসের কিতাব পড়াচ্ছেন আর আপনি সাংসারিক কাজ-কর্ম করছেন। এখানে কে উত্তম! তিনি না আপনি? বাহ্যিকভাবে মনে হয়, যিনি হাদিসের কিতাব পড়াচ্ছেন তিনিই উত্তম। তাই না! দেখুন, হাদিস পড়ানো মেয়েদের মূল কাজ নয়। মূল কাজ হলো, প্রকৃতভাবে আল্লাহ্ তাআলার দাসত্ব করা, পরিবারের সবাইকে নিয়ে শরিয়ত মুতাবিক জীবন-যাপন করা। পরিবারের সবার মধ্যে যেন আল্লাহর হুকুম ও নবি সা.- এর তরিকা এসে যায়, সবার আমল সুন্দর হয়ে যায়, সবার পরকাল সুন্দর হয়ে যায়, প্রত্যেকে যার যার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে যায়, এই মেহনত ও ফিকির করা। তবে হ্যাঁ, কারো পরিবার বা স্বামী যদি তাকে হাদিস পড়ানোর অনুমতি দেন তাহলে পড়াবেন, কোনো অসুবিধা নেই। পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারের কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে মাদরাসায় খেদমতের ব্যাপারে জিদ ধরবেন না। কারণ, এটা মেয়েদের জীবনের মূল মাকসাদ নয়।

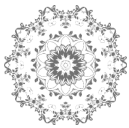

একটি ভুল ধারণা

কেউ কেউ মনে করে, মাদরাসায় পড়ে যদি মাদরাসায় পড়াতে না পারি তাহলে মাদরাসায় পড়ে লাভ কী! না, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আপনি মাদরাসায় পড়েছেন, আপনার নিজের এবং আপনার পরিবার ও প্রতিবেশীর আমল সংশোধন করার জন্যে। তাদের পরকালকে সুন্দর করার জন্যে। আদর্শ সমাজ ও আদর্শ নাগরিক গড়ার জন্যে। সর্বোপরি হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ জেনে আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যে। অন্যদেরকেও আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্যে।

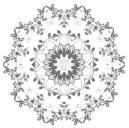

নারীর দায়িত্বশীল ও তাদের আনুগত্ব

মেয়েরা সবসময় কারো না কারো অধীন। কারণ, একটি মেয়ে যখন ছোট থাকে তখন তার দায়-দায়িত্ব থাকে বাবার উপর। বিবাহের পর তার দায়িত্ব বর্তায় স্বামীর উপর। স্বামী মারা গেলে তার দায়িত্ব বর্তায় সন্তানের উপর। মোটকথা নারী কখনো একাকী নয় বা কথিত স্বাধীন নয়। সুতরাং আপনি যখন যে অবস্থায় থাকবেন, আপনার দায়িত্বশীলদের অনুসরণ করে চলবেন। তাদের দিক-নির্দেশনা মানবেন। তবে তারা যদি শরিয়তবিরোধী কোনো নির্দেশ দেয় সেটা মানা যাবে না। তারা ন্যায়সঙ্গত যতটুকু ভরণ-পোষণ দিবে তাতে তুষ্ট থাকবেন। সাধ্যের বাইরে কিছু দাবি করবেন না। তাদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। কখনও অকৃতজ্ঞ হবেন না। সবসময় মনে রাখবেন, তারা আপনার কল্যাণ চান। আপনার জীবনের উন্নতি চান। আপনার ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করতে চান।

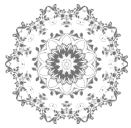

স্বামীর আনুগত্ব আবশ্যক

আপনি যতদিন বাবা মায়ের কাছে থাকবেন, তাদের আদেশ-নিষেধকে সবার উর্ধ্বে রাখবেন। তারা যে কাজ করতে বলবেন, সে কাজ করবেন এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন তার কাছেও যাবেন না। (যদি তা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী না হয়) কারণ, তারা আপনাকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আপনার উজ্জল ভবিষ্যত ও সুখ কামনায় তারা বিভোর থাকেন রাত-দিন। মনে রাখবেন, তারা কখনও আপনার অকল্যাণ চাইবেন না। বাবা-মা ভালো-মন্দ যাচাই করে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করলে তা সাদরে মেনে নিবেন। দীনদারত্ব থাকলে তাদের পছন্দকে নাকচ করবেন না। পূর্বেই বলেছি, তারা কখনও আপনার অমঙ্গল চাইবেন না।

বিয়ের পর সবার কথা ও সিদ্ধান্তের উপর আপনার স্বামীর কথাকে প্রাধান্য দিবেন। এমনকি যদি তিনি আপনাকে আপনার বাবার বাড়িতে বা কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেন, সেটাও আপনাকে মেনে নিতে হবে। কখনও তার বিরোধিতা করবেন না এবং তার মতের বিপরীতে জিদ ধরবেন না।

প্রিয় মায়েরা! আপনারা হাদিসের কিতাবে পড়েছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্রতম স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রা. এর ঘরে স্বীয় বাবা আবু সুফিয়ান (তিনি তখনও ইসলাম কবুল করেননি) এলে সাথে সাথে বিছানো চাদর তুলে নিয়েছিলেন। কারণ, প্রিয় স্বামীর আকিদা-বিশ্বাসের সাথে যার আকিদা-বিশ্বাসের মিল নেই, তিনি বাবা হোন না কেন, তবুও স্বামীর পছন্দের বিছানায় বসতে পারেন না!

মোটকথা এখন আপনি আপনার স্বামীর অধীন। তার পছন্দ-অপছন্দকে মূল্যায়ন করতে হবে আপনাকে। তার পছন্দের বাহিরে কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন না কখনও। তার আদেশ-নিষেধের বাহিরে কিছু করবেন না কখনও। দেখবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ আপনার ঘরে জান্নাতি সুখ ঢেলে দিবেন।

স্বামীর কৃতজ্ঞতা

স্ত্রীলোকদের বদ অভ্যাস হলো- তারা অনেক সময় স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা না শুকরি করে। অকৃতজ্ঞ হয়। হাদিসে এ বিষয়ে কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

> 'আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, তার অধিবাসী হিসেবে নারীদের সংখ্যা বেশি; তারা কুফরী করে। বলা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে! তিনি বললেন, (না) তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয় এবং তাদের অনুগ্রহ অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো উপর যুগযুগ ধরে ইহ্সান কর, অতঃপর কোনো একদিন তোমার কাছে তার বাসনা পূর্ণ না হয়, তাহলে সে বলবে আজ পর্যন্ত আপনার কাছে কোনো কল্যাণই পেলাম না। [৭]

প্রিয় মায়েরা! স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবেন না। কখনই না। স্বামী থেকে যা পান, যতটুকু পান, সেটাকে খুশি মনে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করবেন। চাই তা যত সামান্যই হোক না কেন। কখনও তুচ্ছ মনে করবেন না। তাকে অবজ্ঞা করে কোনো কথা বলবেন না। আপনি যখন স্বল্পে তুষ্টি দেখাবেন, তার অনুগ্রহ স্বীকার করবেন, দেখবেন আপনার প্রতি তার আন্তরিকতা ও অনুগ্রহের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। না চেয়েও অনেক বেশি পেয়ে যাবেন।

---

[৭]. সহিহুল বুখারি হাদিস : ২৯

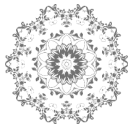

স্বামীর সন্তুষ্টির কৌশল

অনেকে মনে করেন, স্বামীর খেদমত করলেই স্বামী সন্তুষ্ট থাকবেন। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। মনে রাখবেন, তিনি যাদেরকে ভালোবাসেন আপনিও যদি তাদেরকে ভালোবাসেন তাহলে তিনি অবশ্যই খুশি হবেন। আপনি আপনার বাবা-মাকে ভালোবাসেন। ঠিক না! কত ভালবাসেন তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। যেহেতু আপনি আপনার বাবা-মাকে ভালবাসেন, মহব্বত করেন সুতরাং যে কেউ আপনার বাবা-মাকে ভালোবাসবেন, মহব্বত করবেন এবং খেদমত করবেন তাতে আপনার খুশি লাগবে। তার প্রতি আপনার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, সে আপনার বাবা-মায়ের খেদমত করে। ঠিক তেমনি আপনার স্বামীর কাছে তার বাবা-মা ভালোবাসার পাত্র। শ্রদ্ধার পাত্র। সুতরাং আপনি যদি তার বাবা-মাকে ভালোবাসেন, খেদমত করেন, সম্মান-মর্যাদার আসনে রাখেন, তবে মনে রাখবেন, তিনিও আপনাকে ভালোবাসবেন; আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

আচ্ছা বলুন তো! কোনো মুরব্বী মানুষ যিনি আপনার আপন কেউ নন। আপনি যদি তাকে সহযোগিতা করেন, খেদমত করেন, রোগ-শোকে সেবা-শুশ্রূষা করেন, তাতে আপনার সওয়াব হবে কি না! হ্যাঁ, অবশ্যই হবে। তাহলে যিনি আপনার স্বামীকে জীবনের চেয়েও মহব্বত করেন, তার সুখে সুখী হন এবং তার দুঃখে মর্মাহত হন, পাগলপারা হয়ে ছুটে যান। জীবন বাজি রেখে যিনি তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন। যিনি নিজের রক্ত পানি করে তাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। তাদের খেদমত করলে কি আপনার গুনাহ্ হবে! না, কখনও না। বরং আপনার ভবিষ্যৎ উন্নত হবে। ভাগ্য সু-প্রসন্ন হবে। নেকী লাভ হবে। সবশেষে আপনার প্রিয় মানুষটি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ নিরসন

দাম্পত্য জীবনে চলতে গেলে দু-একটা ছোটোখাটো মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটতে পারে। মনোমালিন্য হয়নি এমন দম্পতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু সমস্যা হলো, অনেক সময় অতি তুচ্ছ বিষয় (সমাধান কঠিন নয়) যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেও হতে পারে, অথচ তা নিয়েও তুমুল ঝগড়া লেগে যায়। এই ঝগড়ার সূত্র ধরে সাজানো গোছানো সোনার সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সেজন্য উচিত হলো- কখনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হলে নিজের জোরালো যুক্তি দিয়ে বিতর্ক টিকিয়ে না রেখে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। তাহলে ঝগড়াটা আর বেশি দূর গড়াবে না।

স্বামীর উপর নিজের ব্যক্তিগত মতামত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। এটা সংসারে বেশি সংঘাত ও অশান্তি ডেকে আনে। সুখি দাম্পত্য জীবন গড়তে চাইলে, নিজের ঘরকে শান্তির ঠিকানা বানাতে চাইলে, পারস্পরিক সহনশীলতা ও সমঝোতার কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং একে অপরকে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা নিজের মধ্যে আনতে হবে। শুধু নিজের অধিকার আদায়ে অগ্রণী না হয়ে নিজের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে। এ ছাড়া আরেকটি বিষয় খুবই জরুরি, তা হলো: আত্মসমালোচনা। স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকেই চিন্তা-ভাবনা করে দেখা যে, নিজের মধ্যে এমন কোনো দোষ আছে কি, যা নিজের সঙ্গী অপছন্দ করে! সেটা খুঁজে বের করে সঙ্গীর কথা অনুযায়ী সেটাকে শুধরে নেওয়া এবং সঙ্গীর ভালো গুণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে তার ছোটখাটো দোষগুলোকে উপেক্ষা করা।

সাংসারিক জীবনে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী যদি নিজেকে তার সঙ্গীর ভূষণে সজ্জিত করতে পারে, তাহলে পরিবারে আর ঝগড়া বিবাদ থাকবে না এবং স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরবে না। সামান্যতেই সংসার ভাঙার গুঞ্জন উঠবে না। বরং ঘরে সুখ-শান্তির অনাবিল ধারা বইতে থাকবে। সংসার স্থায়ী হবে। জান্নাতি সুখ অনুভূত হবে। না খাওয়া ও না পাওয়ার কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

নিজের জীবন ও সমাজকে সাজাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন।

স্বামী-সন্তানকে আখিরাতমুখী করবেন

আপনি শুধু একজন বধু বা মেয়ে নন, আপনি তো মহান দীন ইসলামের একজন দায়ি। আপনি উলুমে নবুওয়াত ও উম্মতের জিম্মাদারী নিয়ে ফারেগ হয়ে যাচ্ছেন, সুতরাং আপনি যেখানেই থাকুন চেষ্টা করবেন, আপনার আপনজন ও প্রতিবেশীকে সহিহ্ দীনের উপর তুলতে। বিশেষকরে আপনার পরিবার ও আপনার স্বামীর পরিবারের পেছনে বেশি মেহনত করবেন।

চেষ্টা করবেন আপনার স্বামীকে কোনো হক্কানী বুজুর্গ আলেমের সাথে সম্পর্ক করে দিতে অর্থাৎ বায়আত করিয়ে দিতে। তাহলে স্বামীর মেজাজ সর্বদা নমনীয় থাকবে এবং আখেরাতমুখী থাকবে। আপনিও বায়আত হয়ে স্বামীর মাধ্যমে সম্পর্ক রাখবেন। সাবধান! স্ব-শরীরে কখনও পীর-বুযুর্গের সামনে উপস্থিত হবে না। তিনি যে আমল বলে দেন তা ইখলাসের সাথে পালন করবেন। এর সু-প্রভাব সন্তান ও পরিবারের উপর পড়বে। ইবাদত-বন্দেগীতে সুখ অনুভব করবেন। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরী হবে।